দৈনিক সংবাদ

সংবাদ

12 MAR 1987

পৃ 1 কলাম ৪

৬৮

ঢাকা : বৃহস্পতিবার, ২৭শে ফাল্গুন, ১৩৯৩

রাজনীতিকদের কাছে আবেদন

বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্রের রাজনীতি ৩ জন ছাত্রের প্রাণ নিয়েছে। মহসীন হলের চারতলার ৪২৬ নম্বর কক্ষে বিকেল দুটোর পর এক শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণে গত ৯ই মার্চ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল হক বাবলু সন্ধ্যার দিকে মারা যায়। গুরুতর আহত দু'জন পরের দিন অর্থাৎ ১০ই মার্চ মারা গিয়েছে।

এই ঘটনা যেমন দুঃখজনক, তেমনি হিংসার রাজনীতি আজ কোন্ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে তারও এক ভয়াবহ নজির। এই বোমা বিস্ফোরণের কারণ এখনও রহস্যজনক। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এবং বিএনপি এর জন্য সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠনকে দায়ী করেছে।

পুলিশের ধারণা, বোমা তৈরীর সময় কিম্বা তৈরী বোমা বই রাখার তাক থেকে মেঝেতে পড়ে গিয়ে এই বিস্ফোরণ ঘটেছে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের অভিযোগ আর পুলিশের বক্তব্য নিয়ে বিতর্ক দেখা দিতে পারে এবং এর সত্যাসত্য যথার্থ নিরপেক্ষ তদন্ত ব্যতীত নির্ধারণ করা যাবে না। কিন্তু বিস্ফোরণের পর ক্ষতিগ্রস্ত হলে সাংবাদিকদের প্রবেশ করতে না দেয়া এবং সবকিছু আলামত পরিষ্কার করার অভিযোগ যদি সত্য হয়, তাহলে এই বিস্ফোরনের রহস্যজাল ছিন্ন করা খুব সহজ হবে মনে হয় না।

তদন্তের ফলাফল যাই হোক না কেন, এ সত্য আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, বিশ্ববিদ্যালয় কার্যতঃ অস্ত্র ভাণ্ডারে পরিণত হয়েছে। কাদের হাতে অস্ত্র আছে, আর কাদের হাতে নেই তা নিয়ে পারস্পরিক অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্ত্রের রাজনীতি বন্ধ করা সম্ভব নয়, গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা থেকে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্রের রাজনীতি বন্ধ করার জন্য জাতীয় সংসদে সরকার পক্ষ ও বিরোধী দল একমত হয়েছে। কিন্তু তাদের সদিচ্ছা ব্যতীত এখন পর্যন্ত কিভাবে এই অস্ত্রের রাজনীতি বন্ধ করা যায়, তার কোন উদ্যোগ-আয়োজন চোখে পড়ছে না।

নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি এরূপ দলগুলো অবশ্য জাতীয় সংসদে গৃহীত প্রস্তাবের সমালোচনা করে সরকারের গণবিরোধী চরিত্র এবং ক্ষমতাদখলের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছে যে, এ সরকারের আমলে অস্ত্রের রাজনীতি বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্ধ করা যাবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্রের রাজনীতি বিশেষ কোন ছাত্র সংগঠনের একচেটিয়া নয়, তা বহুবার প্রমাণিত হয়েছে। একমাত্র সরকারের চরিত্র বিশ্লেষণ করেই এই ব্যাধির কবল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে মুক্ত করা যায় না, একথা স্বীকার করতে হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে সরকারের দায়িত্ব সর্বাধিক একথাও স্মরণ রাখা উচিত।

আলোচ্য বোমা বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া হিসেবে সহিংসতার প্রতি নির্ভরতারই প্রকাশ পেয়েছে, গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা নয়। কোন অন্যায়ের প্রতিকার অনুরূপ অন্যায় কিংবা বলপ্রয়োগে হবার নয়, একথা রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন প্রচার করলেও সংকট মুহূর্তে তারা নিজেরা সেই গণতান্ত্রিক পন্থার প্রতি যথেষ্ট আস্থা স্থাপন করতে পারছে না। ফলে স্বৈরাচারের শক্তিই উৎসাহিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হত্যার রাজনীতির বিরুদ্ধে নৈতিক শক্তি প্রয়োগের প্রতিশ্রুতি বিরোধী ছাত্রসংগঠনের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছিল এবং এভাবে ছাত্রদের হিংস্রাশ্রয়ী অংশকে বিচ্ছিন্ন করার সম্ভাবনা সম্পর্কে যখনই সকলে আশাবাদ পোষণ করছিলেন, তখন নির্বাচন প্রশ্নে রাজনৈতিক মতবিরোধকে কেন্দ্র করে নিজেদের মধ্যে হানাহানি দেখা দেয়।

সামরিক শাসনামলে ছাত্রহত্যার রাজনীতি বসুনিয়া পর্যন্ত এসে থেমে যায়নি। তারপরও ছাত্রহত্যার রাজনীতি প্রত্যক্ষ করা গেছে একথা ভুলে গেলে চলবে না।

তাছাড়া, হলে হলে সংঘর্ষ তো বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার সঙ্গে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রহত্যার ঘটনার মিল নেই। কিন্তু এদের রাজনীতির ধারাটা একই। বিভিন্ন সময়ে বাদ-প্রতিবাদ হিংসার আকারে ফেটে পড়েছে। সরকার এ ব্যাপারে নসিহত করতে যেয়ে নিজেদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে নিশ্চুপ থেকেছেন। সরকার তাদের প্রতি ছাত্রদের সমর্থন লাভের প্রসঙ্গটি একশ্রেণীর ছাত্রের অযাচিত প্রেম বলে নিজেদের রাজনৈতিক দলকে তার সাথে সম্পর্কশূন্য বলে যুক্তিও উত্থাপন করেছেন।

প্রধান কথা হল যে, অপরের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপের রাজনীতি থেকে কেউই মুক্ত নয়। আর তারই প্রশ্রয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্ত্রের রাজনীতি আজ সহস্রশীর্ষ হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। এই সহস্রশীর্ষ হিংসা-দানবের কোন্ শিরটির বিষদাঁত কতখানি প্রাণঘাতী সে তর্ক বৃথা।

তাই এক্ষেত্রে জাতীয় সংসদে গৃহীত প্রস্তাব এবং সংসদের বাইরে রাজনৈতিক দলগুলোর অস্ত্রের রাজনীতি বন্ধের জন্য উদ্বেগকে একটি মিলনভূমির সন্ধান করতে হবে।

দেশের রাজনৈতিক দলগুলো তাদের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গির বিপুল ব্যবধান সত্ত্বেও ছাত্র সংগঠনগুলো সম্পর্কে একটি সর্বনিম্ন কার্যক্রম একত্রে বসে নির্ধারণ করতে এগিয়ে আসা বোধ হয় এই মুহূর্তে আশু প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্রের রাজনীতি বন্ধের জন্য সকল রাজনৈতিক দলের মধ্যে মতাদর্শ নির্বিশেষে একটি কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলা অসম্ভব নয়।

রাজনৈতিক দলগুলোকে আজ এমন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে বাইরে থেকে বোমার উপকরণ বা বোমা ও অস্ত্রশস্ত্র চালানোর গোপন ব্যবস্থাটাকে বন্ধ করা যায়। এই একটি-মাত্র ইস্যুতে যদি রাজনৈতিক দলগুলো কোন সঠিক কর্মপন্থা গ্রহণে বিবৃতি প্রদান ও নিন্দার বাইরে ঐকমত্য গড়ে তুলতে না পারেন, তবে তরুণদের জীবনের নিরাপত্তা মিলবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে এসে মায়ের বুক খালি করে তরুণরা হিংসাশ্রয়ী রাজনীতির শিকার হবে এবং তাদের রক্তপিছল পথে আন্দোলনের রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি বিজয় বার্তা বহন করে আনবে, এই সর্বনাশা আয়োজনের পুনরাবৃত্তি দেশবাসীর নিকট দুঃসহ হয়ে উঠছে।

আজ যে তরুণ ছাত্ররা হিংসার রাজনীতির বেদীতে প্রাণ দিয়েছে, তাদের বাপ-মা, আত্মীয়স্বজনের শোকে সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা নেই। তাদের মৃত্যুতে শুধু দুঃখ প্রকাশ করেই হিংস্রতার এই নিষ্ঠুর আকস্মিক ছোবলকে প্রতিহত করা যাবে না। এই উপলব্ধি থেকে রাজনৈতিক দলগুলো এগিয়ে এসে পরিত্রাণ লাভের পথ নির্ধারণ করুক, এই আবেদন রাখছি।